



Vol. 36 | No. 1 | 1992



Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র : সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলীপকুমার ভট্টাচার্য
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.6
Pages	111-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah



সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র : সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ দিলীপকুমার ভট্টাচার্য্য

বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দোবিষয়ক প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম পিজলাচার্যপ্রণীত *ছন্দঃসূত্র*। অবশ্য *ছন্দঃসূত্রে* কাশ্যপ, সৈতব, রাত মাণ্ডব্য, তাত্ত্বী প্রমুখ প্রাচীন ছান্দসিকগণের নামোল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে *ছন্দশাস্ত্রের* উৎপত্তি পিজলের পূর্বেই অর্থাৎ খ্রি.পূ. প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই হয়েছিল^১। কিন্তু আমাদের বিশাল বেদনা, এঁদের প্রণীত গ্রন্থগুলো কালের অতলগর্ভে বিলুপ্ত হওয়ায় এগুলোর সঙ্গে আমাদের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নি।

পিজলের পরবর্তীকালে জনপ্রসারী ছন্দোবিচিত্তি, জয়দেবছন্দঃ, বৃত্তজাতিস-মুচ্চয়, ছন্দোহনুশাসন, স্বয়ম্ভুছন্দঃ, বৃত্তরত্নাকর, সুবৃত্ততিলক, শ্রুতবোধ, বাণীভূষণ, ছন্দোমঞ্জরী, বৃত্তমুক্তাবলী, রাগবল্লভ, বৃত্তমৌক্তিক, বৃত্তদর্পণ, জগন্যোহনবৃত্তশতক, বৃত্তরত্নার্ণব, বৃত্তকল্পদ্রুম, বৃত্তকৌমুদী, বৃত্ততরঙ্গিণী, মন্দারমরন্দচম্পু প্রভৃতি গ্রন্থেও ধ্রুপদী সংস্কৃত ছন্দের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে এবং গড়রপুরাণ, বামনপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ প্রভৃতি কতিপয় পুরাণগ্রন্থেও সংস্কৃত ছন্দের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে। এ-সকল গ্রন্থে উল্লিখিত ছন্দের লক্ষণ থেকে একথা স্পষ্টীকৃত যে ছন্দের সঙ্গে যতি সম্যকরূপে সংশ্লিষ্ট। যতি প্রয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ছন্দের মাধুর্য সৃষ্টি। যেখানে যতির ব্যবহারে কাব্যের শ্লোক শ্রুতিদোষে দুষ্ট হয়, সেখানে যতির ব্যবহার সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যেখানে যতিপ্রয়োগে শ্লোকের মনোহারিত্ব সম্পাদিত হয়, সে-স্থলে যতি অবশ্য প্রযোজ্য। একারণেই সংস্কৃত ছান্দসিকগণ শ্লোকের চারুত্ব সম্পাদনে অধিকাংশ ছন্দের যতিস্থল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু যতিস্থল নির্ণয়ে ছান্দসিকগণ সহজ গাণিতিক সংখ্যা প্রয়োগ করেন নি, তাঁরা প্রয়োগ করেছেন সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ। ছন্দের লক্ষণ নির্ণয়েও তাঁরা কখনও কখনও সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দগুলির তালিকা প্রণীত হয়েছে কেশব মিশ্র-প্রণীত *অলঙ্কারশেখর*, কেদার ভট্টকৃত *বৃত্তরত্নাকর*, চন্দ্রশেখর ভট্টকৃত *বৃত্তমৌক্তিক*, পুরুষোত্তম ভট্টকৃত

অঙ্কাভিধান, দেবেশ্বর রচিত কবিকল্পলতা, শ্রীকৃষ্ণকবি রচিত মন্দারমরন্দচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরেকে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকেও বহু সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ গৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত ছান্দসিকগণের ব্যবহৃত এই শব্দসমূহ কিন্তু তাঁদের স্বৈচ্ছাপ্রসূন নয়, প্রতিটি শব্দ গ্রহণের পশ্চাতেই বিদ্যমান সঙ্গত কারণ, যেমন প্রতিবর্ষে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ষড়ঋতুর আবর্তিত্ব ঘটে বলে 'ঋতু' শব্দটি গৃহীত হয়েছে ছয় সংখ্যার প্রতীকরূপে। আবার প্রতিমাসে কৃষ্ণ ও শুক্ল এ দুটি পক্ষ থাকায় 'পক্ষ' শব্দটি গৃহীত হয়েছে দুই সংখ্যার প্রতীকরূপে।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত এই শব্দরাশির একটি তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হল:

শূন্য(০): খ, আকাশ, ব্যোম, নভঃ, গগন, রিজ, বিন্দু, বিয়ৎ, অভ্র, অন্তরীক্ষ, চক্রবাল, কান্তামধ্য (যোনি)।

এক: আত্মা, ইন্দু, ইন্দ্রহস্তী (ঐরাবত), ইন্দ্রাশ্ব (উচ্চৈঃশ্রবা), গজাস্বরদণ্ড (গণেশের দাঁত), ভূ, ধ্রুবতারকা, অর্ক, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যেশরদ (গণেশের দাঁত), শুক্রদৃক (দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের চক্ষু)।

দুই: পক্ষ (কৃষ্ণ ও শূক্ল), নদীকূল, অসিধারা, রামনন্দন (কুশ ও লব), কর, হস্ত, অক্ষি, যুগ, যুক, দ্বন্দ্ব, যম, যামল, উভ, দ্বৈত, মিশুন, দ্বি, দ্বিক, যুগ্ম, দ্বিতীয়, যমল, নরশক্তি (মনুষ্যকর্ণ), নরভুজ, দ্বিতয়, কুচ, স্তন, পয়োধর, পাদ, বাহু, গুল্ফ, জঙ্ঘা, ওষ্ঠ, রাঘবান্নজ (কুশ ও লব), কপোল, নয়ন, ত্রু, নিতম্ব, অয়ন,^৪ পক্ষ (নেত্রপ্রান্ত), হনু (চোয়াল), উরু।

তিন: কাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ), অগ্নি (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়া), গঙ্গামার্গ (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল), ঐশদৃক (মহাদেবের চক্ষু), গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ), গ্রীবারেখা, কালিদাসকাব্য (রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত), শ্লশিখা, সন্ধ্যা (প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়াংসন্ধ্যা), রাম (পরশুরাম, দশরথপুত্র রাম ও কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম), বিষ্ণু (ঋগ্বেদে সূর্যকে বিষ্ণু বলা হয়েছে, সুতরাং বিষ্ণুর রূপ তিনটি—প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সায়াংকালীন), বিষ্ণুজিহ্বা/ত্রিবিক্রমপদার্পণ (বামনরূপী বিষ্ণুর তিনপা), জুরাষ্টি (জ্বর পুরুষের তিন পা),^৫ রুদ্রাক্ষি (মহাদেবের ত্রিনয়ন), ভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল), নাড়ী (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না), গায়ত্রী (ত্রিপাদবিশিষ্ট বৈদিক ছন্দ), বহিচরণ (অগ্নির পাদত্রয়), বিষ্ণুপত্নী (লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা)।

চার : পদার্থ (তুতাত ভট্টের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য ভেদে পদার্থ চার প্রকার), বেদ/শ্রুতি (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব), ব্রহ্মাস্যা (ব্রহ্মার মুখ),

বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র), অন্ধি (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থ চতুঃসমুদ্র), হরিবাহু, স্বর্দন্তিদন্ত (ইন্দ্রের হাতির দাঁত), সেনাজ (অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী ও পদাতিক বাহিনী), উপায় (সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড), যাম (প্রহর), যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি), আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস), গোস্তন, অর্ণব, সমুদ্র, পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ), প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ)।^৬

পাঁচ: পাণ্ডব (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব), রুদ্রাস্য, শিবাস্য, ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মহাপাপ (ব্রহ্মহত্যা, সুরা-পান, চৌর্যবৃত্তি, গুরুপত্নীর সঙ্গে সঙ্গম এবং উক্ত চতুর্বিধ পাপাচরণকারীর সাহচর্য),^৭ মহামখ/মহাযজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ, ন্যযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ),^৮ মহাকাব্য (রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ ও নৈয়ধচরিত), মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম), পুরাণলক্ষণ (সর্গ—সৃষ্টি, প্রতিসর্গ—প্রলয়ের পর নব সৃষ্টির বিকাশ, বংশ—দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা, মন্তর—মনুগণের শাসনকাল ও বংশানুচরিত—রাজগণের বংশের ইতিহাস),^৯ অনিল (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান), বর্ণ (ক, চ, ট, ত, গ), ইন্দ্রিয়ার্থ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), স্বর্দ্র (স্বর্গের বৃক্ষ—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প ও হরিচন্দন),^{১০} সায়ক/ইষ/বাণ (সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। এই পঞ্চবাণ অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল দ্বারা নির্মিত)^{১১}, পল্লব (আম, বট, অশ্বথ, পাকুড় ও যজ্ঞদুমুর), অগ্নি (দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবণীয়, সভ্য ও আবসখ্য), কোশ (অনুময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়), পুরাচরণ (জপ, হোম, তর্পণ, স্নান ও বিপ্রভোজন), শস্য (ধান্য, যব, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও মুগ), রত্ন (মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য), গব্য (গোমূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত), কন্যা (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী),^{১২} পিতা (জন্মদাতা, ভয়দ্রাতা, দীক্ষাদাতা, অনুদাতা ও শ্বশুর),^{১৩} ব্রতাগ্নি পুষ্কর,^{১৪} কষায় (জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল),^{১৫} অঙ্গ (দ্বন্ধ, শর্করা, ঘৃত, দধি ও মধু। মতান্তরে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। অন্য মতে—তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ)।^{১৬}

ছয়: বজ্রকোণ, ত্রিশিরোনেত্র (রাবণের পুত্র ত্রিশিরা ত্রিনেত্র ও ষট্চক্ষু বিশিষ্ট), দর্শন (সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্বসীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত), গুহানন/মহাসেনবদন (কার্তিকেয়র মুখ), ঋতু, রস (কটু, অম্ল, লবণ, মধুর, তিক্ত ও কষায়), বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ), কর্ম (ব্রাহ্মণের অবশ্য করণীয় ষট্‌কর্ম—যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন,

অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ), চক্রবর্তী (যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জুন ও কালকেশী),^{১৭} চক্র (মূলধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিত্ত্ব ও আজ্ঞা)।

সাত: পাতাল (অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল), ভুবন (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জন, তপঃ ও সত্য), মুনি (মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ),^{১৮} দ্বীপ (জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর),^{১৯} বার (সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবি), সমুদ্র (লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পী বা ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জলময় সন্ত সমুদ্র),^{২০} স্বর (নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত),^{২১} বহ্নিশিখা (কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধুম্রবর্ণা, ক্ষুলিসিনী ও বিশ্বরুচী)^{২২} অশ্ব/ হয় (অমৃতজাত, বাষ্পজাত, অগ্নিজাত, বেদজাত, অণুজাত, গর্ভজাত ও সামজাত),^{২৩} নগ/ পর্বত (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষমান, বিষ্ণা ও পারিপাত্র),^{২৪} তীর্থ (গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী),^{২৫} রাজ্যাস্র (স্বামী বা রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল বা সৈন্য),^{২৬} ব্রীহি (বার্ষিক, কাণ্ডিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, পাটল, কুক্কটাক্ষক, শালমুখ ও জতুমুখ),^{২৭} চিরজীবী (অশ্বখামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য ও পরশুরাম), বর্ষপর্বত (হিমবান, হেমকূট, নিষধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী ও শৃঙ্গী),^{২৮} পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব)^{২৯}

আট: যোগাজ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি), বসু (ধ্রুব, ভব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রতুষ্য ও প্রভাস),^{৩০} ঈশমূর্তি (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, যজমান, সূর্য ও চন্দ্র),^{৩১} দিগ্গজ (ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক),^{৩২} সিদ্ধি (অগিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কাম্যাবসায়িতা),^{৩৩} নায়িকা (দুর্গার অষ্টশক্তি—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডেয়া, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা, অতিচণ্ডিকা)^{৩৪} ব্রহ্মাশ্রুতি (চতুর্মুখ ব্রহ্মা অষ্ট কর্ণবিশিষ্ট), অহি/ভোগী/সর্প (অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীক, কর্কোট ও শঙ্খ),^{৩৫} কুলাদ্রি,^{৩৬} মঙ্গল (ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য, জল ও রাজা),^{৩৭} দিক্‌পাল (পূর্বাদি অষ্ট দিকরক্ষক), ব্যাকরণ (কৌমার, কাভ্যায়ন, মাহেশ, পাণিনীয়, কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্র ও মুদ্রবোধ)।

নয়: অঙ্গদ্বার (মুখ, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, শিশ্নু ও ওহ্য), ভূখণ্ড (জম্বুদ্বীপের নয়টি ভূখণ্ড—কুরু, হিরণ্যায়, কমন্ডক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, চিনার ও ভারত^{৩৮}, ব্যাপ্তীস্তন, সুধাকুণ্ড, রস (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত),^{৩৯} ভক্তি (বিষ্ণুর নাম শ্রবণ,

কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন)^{৪০}, গ্রহ (সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু),^{৪১} কন্যা (নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাজনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা ও মালাকারকন্যা),^{৪২} শেবধি (কুবেরের রত্ন—মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত ও নীল),^{৪৩} কুন্তরাবণমস্তক (দশমস্তক রাবণের একটি মস্তক কর্তিত হলে নয়টি মস্তক অবশিষ্ট থাকে), রত্ন (ধনুস্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্খ, বেতালভট্ট, ঘটকর্ণর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি),^{৪৪} দুর্গা (শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কুম্ভাঞ্জ, কন্দমাতা, কাংত্যাঙ্গনী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী),^{৪৫} নিধি (পদ্ম, মহাপদ্ম, শংখ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, খর্ব ও নীল)।

দশ: হস্তাঙ্গুলি, শঙ্খবাহ (পঞ্চানন শঙ্খর বাহুসংখ্যা দশ), রাবণমস্তক, কৃষ্ণাবতার (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কঙ্কি),^{৪৬} দিক/আশা (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, উর্ধ্ব ও অধঃ), বিশ্বদেব (ক্রতু, দক্ষ, বসু, সত্য, কাম, কাল, ধনি, রোচক, আদ্রব ও পুরুষবা),^{৪৭} অবস্থা (অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু)।^{৪৮} পঞ্চ দৈবাবস্থা ও পঞ্চ লৌকিক অবস্থাকেও একত্রে দশাবস্থা বলা যায়। পঞ্চ দৈবাবস্থা—হতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরণ। পঞ্চ লৌকিক অবস্থা—আগন্তুকজাত, চৌরজাত, পরজাত, রাজবল্লভজাত ও পৃথিবীপতিলোভজাত),^{৪৯} ধর্ম (ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্ষ, শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ),^{৫০} ধূপ (মধু, মুস্ত, ঘৃত, গন্ধ, গুগ্গুল, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহল ও সিদ্ধার্থ),^{৫১} রূপক (নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যাযোগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন),^{৫২} ইন্দুবাজী (চন্দ্রাশ্ব), দিকপাল (ইন্দ্র, বহি, যম, নৈঋত, বরুণ, পবন, ধনদা, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত),^{৫৩} সংস্কার (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অনুপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন। মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি),^{৫৪} মহাবিদ্যা (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা),^{৫৫}

এগার: মহাদেব/ রত্ন (অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর),^{৫৬} কুরুসেনা (এগার অক্ষৌহিণী), করণ (বব, বালব, কোলব, তৈতিল, গর, বণিজ, ও বৃষ্টি—এই সাতটি ববকরণ; শুকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কৃতল্ল—এই চারটি প্রবকরণ। করণ মোট এগার প্রকার)।

বার: অর্ক/ইন/সূর্য (ইন্দ্র, ধাতা, পর্যন্য, তুষ্টি, পুষা, অর্যমা, ভগ, বিবস্বান, বিষ্ণু, অংশ, বরুণ ও মিত্র),^{৫৭} গৃহবাহ (কার্তিকেয়র বাহুসংখ্যা বার), শারিকোষ্ঠ (পাশার ছক—এতে বারটি ঘর থাকে), সেনানীনেত্র (কার্তিকেয়র মুখসংখ্যা হয়, সুতরাং নেত্রসংখ্যা বার)।

তের: তাহুলগুণ (কটু, তিক্ত, উষ্ণ মধুর, ক্ষার, কষায়, বাতবিনাশক, কৃমিনাশক, কফনাশক, দুর্গন্ধিদোষাপহারক, মুখের ভূষণ, সুগন্ধিকারক, কামাগ্নিসন্দীপক),^{৫৮} বীথ্যঙ্গ (উদ্ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যান্ধিত, নালিকা, অসংপ্রলাপ, ব্যাহার ও মার্দব),^{৫৯} প্রতিমুখ্যঙ্গ (বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, তাপন, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার)।^{৬০}

চৌদ্দ: বিদ্যা (চতুর্বেদ, ষড়্বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ),^{৬১} যম (যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর, দধন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, ধর্ম ও চিত্রগুপ্ত),^{৬২} মনু (স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি), ভুবন (সন্তলোক, সন্তদ্বীপ)।

পনর: তিথি (প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা), কান্তাকলা।

ষোল: চন্দ্রকলা (অমৃতা, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, অতিধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, প্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, অমৃতা ও কামদায়িনী),^{৬৩} মাতৃকা (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিদ্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা),^{৬৪} পদার্থ (ন্যায়দর্শন মতে—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান)।^{৬৫}

সতর: সংস্কার, প্রাজাপত্য পণ্ড।

আঠার: দ্বীপ (জম্বুগন্ধাদয়ঃ সপ্ত, কাশ্যাদিরূপা একাদশ চ। ৭ + ১১ = ১৮), বিদ্যা (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র),^{৬৬} পুরাণ (ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড),^{৬৭} স্মৃতি (মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাঙ্জবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম,

আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, দক্ষ, গোতম ও বশিষ্ঠ—এই আঠারজন প্রধান স্মৃতিশাস্ত্রকার), ৬৮ পর্ব (মহাভারতের পর্বসংখ্যা ১৮—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, জ্ঞানী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্বমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ)।

উনিশ: দেববাদ্য।

বিশ: রাবণভুজ, রাবণকপোল, রাবণাক্ষি, রাবণদ্রু।

চব্বিশ: ন্যায়গুণ (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, পরিমাণ, সংখ্যা, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপারত্ব, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘেঘ, যত্ন, পুণ্য, পাপ ও জ্ঞান), জাতি (গৌতমপ্রোক্ত জাতি ২৪টি—সাধর্ম্যসমা, বৈধর্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা, অপকর্ষসমা, বর্ণ্যসমা, অবর্ণ্যসমা, বিকল্পসমা, সাধ্যসমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসমা, প্রতিদৃষ্টান্তসমা, অনুৎপত্তিসমা, সংশয়সমা, প্রকরণসমা, অহেতুসমা, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষসমা, উপপত্তিসমা, উপলব্ধিসমা, অনুপলব্ধিসমা, অনিত্যসমা, নিত্যসমা ও কার্যসমা)।

পঁচিশ: তত্ত্ব (সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ, রস, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), ৬৯

সাতাশ: নক্ষত্র (অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী)।

পঁয়ত্রিশ: ইন্দ্র (ইন্দ্র, মরুত্বান, মঘবা, বিড়োজা, পাকশাসন, বৃদ্ধপ্রবা, সুনাসীর, পুরুহুত, পুরন্দর, জিষ্ণু, লেখর্ষভ, শক্র, শতমন্যু, দিবস্পতি, সুজামা, গোত্রভিৎ, বজ্রী, বাসব, বৃহহা, বৃষা, বাস্তোস্পতি, সুরপতি, বলারতি, শচীপতি, জম্বভেদী, হরিহয়, স্বারাট্, নমুচিসূদন, সংক্রন্দন, দুচ্চাবন্, তুরাষাট্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ ও ঋভুক্ষা)। ৭০

শত: ধার্তরাষ্ট্র (দুর্যোধন, যুযৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুঃপ্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুঃকর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সন্ত, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চাক্রচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, দুর্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, উর্গনাভ, সূনাভ, নন্দ,

উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্মা, সুবর্মা, দুর্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রাযুধ, সুষণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রাযুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্মা, দৃঢ়ক্ষেত্র, সোমকীর্তি, অনুদর, দৃঢ়সন্ধ, সত্যাসন্ধ, জরাসন্ধ, সদ, সুবাক, উগ্রশ্রবা, উগ্রসেন, দুম্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চা, আদিত্যকেতু, বহুশী, নাগদন্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রখন, কুণ্ডী, ধনুর্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধ্ব্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, ব্যুড়োছু, কনকধ্বজ, কুণ্ডশী ও বিরজা), ৭১ শতভিষক্‌তারকা, পুরুষায়ু।

সহস্র: জাহ্নবীবজ্র (গঙ্গার স্রোতোধারা), শেষশীর্ষ (অনন্তনাগের মস্তক), অম্বুজচ্ছদ (পদ্মদল), কার্তবীর্যার্জুনহস্ত, বেদশাখা। ৭২

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে যতিস্থল নির্দেশের জন্য এসব প্রতীকী শব্দের ব্যবহার ছান্দসিকগণের নিছক খেলালীপনা কিংবা হেঁয়ালী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। এসব শব্দ প্রয়োগের মধ্যে তাঁদের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পৌরোহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে এসব প্রতীকী শব্দ গৃহীত হয়েছে এবং প্রতিটি শব্দ গ্রহণের পশ্চাতে রয়েছে উপযুক্ত কারণ। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেই শুধু নয়, অলঙ্কারশাস্ত্র, ৭৩ পুরাণ, ৭৪ জ্যোতিষ ৭৫ প্রভৃতি গ্রন্থেও এসব প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট। এতদ্ব্যতিরেকে ছন্দশাস্ত্রে কেবল যতিস্থল নির্দেশের ক্ষেত্রেই সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ সীমিত নেই। উল্লিখিত হয়েছে যে ছন্দলক্ষণেও প্রতীকী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তদুপরি চন্দ্রশেখর ভট্ট বৃত্তমৌক্তিক গ্রন্থে ৭৬ ছন্দের গণনির্দেশের ক্ষেত্রেও প্রতীকী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এসব তথ্য থেকে নির্দিষ্টায় বলা যায় যে প্রত্যক্ষভাবে গাণিতিক সংখ্যা প্রয়োগের পরিবর্তে সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দসমূহের প্রয়োগ সংস্কৃত ছন্দ, সাহিত্যতত্ত্ব, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান। তবে সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেই। পিজল, কৈদারভট্ট, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর ভট্ট প্রমুখ ছান্দসিকগণ তাঁদের প্রণীত ছন্দোগ্রন্থসমূহে যতিস্থল প্রদর্শনের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থেকে যেসব সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা বিদগ্ধ জনের নিকট সাতিশয় ঈর্ষণীয় ও আকর্ষণীয়।

তথ্যসূত্র

- ১ সিংহানুভা কাশ্যপসা । (ছন্দঃ শাস্ত্র ৩/৯)
সর্বতঃ সৈতবস্যা । (ছন্দঃ শাস্ত্র, ৫/১৮/)
উদ্ধৃষ্ণিণী সৈতবস্যা (ছন্দঃ শাস্ত্র ৭/১০)
অন্যত্র রাতমাণ্ডব্যাভ্যাম্ । (ছন্দঃ শাস্ত্র ৭/৩৫).
সতোবৃহতী তাক্ণিনঃ । (ছন্দঃ শাস্ত্র ৩/৩৬)
- ২ বদ তোটকমক্সিসকারযুতম্ । (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ৬৬)
- ৩ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে গজমুণ্ডধারী গণেশের দুটি দাঁতের মধ্যে একটি দাঁত বিনষ্ট হয় । একারণেই গণেশ একদন্তবিশিষ্ট । গণেশের প্রণামমন্ত্ৰেও বলা হয়েছে:
একদন্তং মহাকাযং লঘোদরং গজাননম্ ।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরষং প্রণমাম্যহম্ ।।
— (শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি, পৃ. ১০০)
- ৪ “মাঘাদ্যাসার পর্যন্তমুত্তরায়ণসংজ্ঞিতম্ ।
শ্রাবণাৎ পৌষপর্যন্তং দক্ষিণায়নং সূচ্যতে ।।
— অমরকোষের রঘুনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৫
- ৫ জুরত্ৰিপাদজিহ্বাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ।
ভয় প্রহরণো রৌদ্রঃ কালাস্তকযমোপমঃ ।।
— কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থে প্রণীত পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ৩০৪
- ৬ প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি । — ন্যায়সূত্র, ৩
- ৭ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং শূর্বঙ্গনাগমঃ ।
মহাস্তি পাতকান্যাহঃ সংসর্গচাপি তৈঃ সহ ।। (মনুসংহিতা, ১১। ১৫)
- ৮ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞোতিথিপূজনম্ ।
হোমো দৈবো বলিভৌতো পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।। (মনুসংহিতা, ৩। ৭১)
- ৯ সর্গচ্চ প্রতিসর্গচ্চ বংশো মবস্তরাগি চ ।
বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ।। (বায়ুপুরাণ, ৪/১০/১১)
- ১০ পঠৈতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ ।
সত্তানঃ কল্পবৃক্ষচ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্ ।।
— অমরকোষাভিধানম্, স্বর্ণবর্গ, ৪৫
- ১১ সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা ।
স্তম্ভনচেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা ।
নীলোৎপলঞ্চ পঠৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ।।
— স্বপ্নবাসবদন্তম্ নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৩

- ১২ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা ।
পঞ্চকন্যাঃ স্নেহেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ।।
— বাচস্পত্য অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।
- ১৩ অনুদাতা ভয়ত্রাতা यस্য কন্যা বিবাহিতা ।
জনয়িতো পনেতা চ পঞ্চেষু পিতরঃ স্ত্রীতঃ ।।
— বাচস্পত্য অভিধান, ২০শ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।
- ১৪ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ ।
তীর্থান্যেতানি পূণ্যানি... ।।
— পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ১২১
- ১৫ জম্বু শাল্মলী বাট্যালং বকুলং বদরং তথা ।
— পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ৭৬৫
- ১৬ দৃষ্ট্বা শরীরে চৈব ঘৃতাং দধি তথা মধু ।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যো মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।
তিথির্বার্ষিক নক্ষত্রং যোগঃ করণমেব চ ।
পঞ্চাঙ্গমেতদ্ বিজ্ঞেয়ং..... ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৫
- ১৭ যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্ বিজয়াভিনন্দনঃ ।
ততশ্চ নাগার্জুনকালকেশিনৌ
কলৌ যুগে ষট্ চক্রবর্তিনঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৬
- ১৮ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরসিরা ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগো ব্রহ্মণো মানসাঃ সূতাঃ ।।
— স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের পাদটীকার ১৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।
- ১৯ জম্বু-পুষ্কাহুয়ো ঘীপৌ শাল্মলিচাপরো ঘিজ ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ।।
— বিষ্ণুপুরাণ ২/২/৫
- ২০ লবণেশ্ব-সুরা-সর্পীর্দধি-দৃষ্ট-জলৈঃ সমম্ ।।
— বিষ্ণুপুরাণ ২/২/৬
কারও কারও মতে সপ্ত সমুদ্র মানবদেহেও বর্তমান—
লবণৈর্বেষ্টিতো দেহ ইক্ষুসু মুখমণ্ডলে ।।
সুরা স্যাগ্নিস্থলে তু দৃষ্টসু স্তনমণ্ডলে ।।
সর্পীষু নাসিকামধ্যে চন্দ্রমধ্যে তথা দধি ।
জলসু উদরে চৈব ইত্যেতাঃ সপ্ত সাগরাঃ ।।
- ২১ ষড়্জঙ্ঘযভগাঙ্কারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা ।
পঞ্চমস্তাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্ ।।
— ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস (পৃ. ১৫২)-এ উদ্ধৃত ।

ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, দর্দূর (ব্যাঙ) ও হস্তী থেকে সপ্তস্বর গৃহীত:
ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দূরাঃ ।

গজস্তু সপ্ত ষড়্জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী ।।--

— সঙ্গীতরত্নাকর ২/৪৪

- ২২ কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধুম্বর্ণা ।
স্কুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী
লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহা ।।
— মুক্তকোপনিষৎ ১/২/৪
- ২৩ অমৃতান্বাপ্তো বহুবর্বেদেভ্যোজ্ঞাচ্চ গর্ভতঃ ।
সান্নো হয়ানামুৎপত্তিঃ সপ্তধা পরিকীর্তিতাঃ ।।
— বাচস্পত্য অভিধান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮
- ২৪ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষমানপি ।
বিক্ষ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্বতাঃ ।।
— বিষ্ণু পুরাণ, ২/৩/৩
- ২৫ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেশ্বিন্ সন্নিধিং কুরু ।।
— পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ১৯৩
- ২৬ স্বাম্যামাত্যসূরুৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ ।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৭ ।
- ২৭ বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লা ত্রীহয়ন্তির পাকিনঃ ।
কৃষ্ণত্রীহিঃ পাটলশ্চ কুরুটাপ্তক ইত্যপি ।।
শালমুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ত্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৭
- ২৮ হিমবান্ হেমকুটশ্চ নিষধো মেক্ষরেব চ ।
চৈত্র্যঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ সপ্তৈতে বর্ষপর্বতাঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৭
- ২৯ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়্যভাবাঃ সপ্তপদার্থাঃ ।
— তর্কসংগ্রহ, পৃ. ১৫
দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্ ।
সমবায়্যাত্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ।।
— ভাষ্যপরিচ্ছেদ, ২
- ৩০ ধ্রুবো ভবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানলো নিলঃ ।
প্রতুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোষ্ট প্রকীর্তিতাঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৮
- ৩১ সূর্যো জলং মহী বহির্বীযুরাকাশমেব চ ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেবতনবঃ স্মৃতাঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৯

- ৩২ ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোজ্জানঃ ।
পুষ্পদন্তঃ সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকচ দিগ্গজাঃ ।।
—অমরকোষাভিধানম্, স্বর্ণবর্ণ, ৭১
- ৩৩ অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা ।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ।।
—মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৬
- ৩৪ উগ্রচণ্ডা প্রচতা চ চণ্ডেয়া চণ্ডনায়িকা ।
চণ্ড চণ্ডতী চৈব চামুণ্ডতিচণ্ডিকা ।।
—পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ৭৫৯
- ৩৫ অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মচ তক্ষকঃ ।
কুলীকঃ কর্কোটঃ শঙ্কো হাটনাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।
—অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৮
- ৩৬ অষ্টকুলাচলাঃ সপ্তসমুদ্রাঃ ।
—মোহমুদগর
- ৩৭ লোকেষ্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো পৌর্হতাশনঃ ।
হিরণ্যং সপীরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ।।
—শব্দকল্পদ্রুম পৃ. ৯২১
- ৩৮ কুরুহিরণ্যায়ো কমলকোলাবতহরয়ঃ ।
কেতুমালচ ভদ্রাশ্চচিনারো ভারতো নব ।।
—অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৯
- ৩৯ শৃঙ্গারহাস্যকরণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ ।
বীভৎসোদ্ধৃত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শাস্তস্তথা মতঃ ।।
—সাহিত্যদর্পণ ৩/১৮২
- ৪০ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামান্ননিবেদনম্ ।।
—প্রীতমদভাগবত, ৭/৫/২৪
- ৪১ সূর্যচন্দ্রৌ মঙ্গলচ বৃধচাপি বৃহস্পতিঃ ।
শুক্রে শনৈচরৌ রাহুঃ কেতুরেতে নবগ্রহাঃ ।।
—অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৯
- ৪২ নটী কপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা ।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যা ।।
মালাকারস্য কন্যা চ নব কন্যা প্রকীর্তিতাঃ ।
—অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৯
- ৪৩ মুক্তামাণিক্যবৈদূর্যগোমেদা বজ্রবিদ্রুমৌ ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলং বিস্তেশনিধয়ঃ ।।
—অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ৯

- ৪৪ ধবন্তরিকপণকামরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকপর্ণকালিদাসাঃ ।
খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বরকচির্নব বিক্রমস্য ॥
— জ্যোতির্বিদ্যভরণ গ্রন্থের শ্লোক । সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা-র ৮৭পৃষ্ঠায় ১
সংখ্যক পাদটীকায় উদ্ধৃত ।
- ৪৫ প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী ।
তৃতীয়ং চণ্ডকেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥
পঞ্চমং হ্রদমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমস্ ॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
— শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবী কবচ, শ্লোক ৩-৫
- ৪৬ মৎস্যঃ কূর্মো বরাহঞ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা ।
রামো রামচ রামচ বুদ্ধঃ কক্ষী তথৈব চ ॥
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি, পৃ. ১০৩
- ৪৭ ক্রতুর্দক্ষো বসুঃ সত্যঃ কামঃ কালস্তথা ধনিঃ ।
রোচকচন্দ্রবাস্তব তথা চান্যঃ পুরুষবা ॥
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১০
- ৪৮ অভিলাষচিন্তানুভিগুণকখনোষণসংপ্রলাপাচ্চ ।
উন্মাদো হত ব্যাধির্জড়তামৃতিরিতি দশাত্ম কামদশাঃ ॥
— সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ২১০
- ৪৯ হতাশনো জলং ব্যাধির্দুর্ভিক্ষং মরণং তথা ।
ইতি পঞ্চবিধং দৈবং মানুষং ব্যাসনং ততঃ ॥
আগন্তুকৈভ্যচৌরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ ।
পৃথিবীপতিলোভাচ্চ লৌকিকং পঞ্চমা মতম্ ॥
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১০
- ৫০ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥
— মনুসংহিতা ৬/৯২
- ৫১ মধু যুত্তং ঘৃতং গন্ধো গুগুলাওরু শৈলজম্ ।
সরলং সিহলসিদ্ধার্থং দশান্নো ধূপ উচ্যতে ॥
— শব্দকল্পদ্রুম, পৃ. ৪৭৫
- ৫২ নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ ।
ঐহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাপি দশ ॥
— সাহিত্যদর্পণ ৬/৩
- ৫৩ ইন্দ্রো বহিঃ পিতৃপতিনৈর্ষতো বরুণস্তথা ।
পবনো ধনদেশানৌ ব্রহ্মানন্তৌ দিগীশ্বরাসাঃ ॥
— শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি, পৃ. ১০৩

- ৫৪ জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনস্তথা ।
তথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ
তপণং দীপনং শুভিদিশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ ।।
— পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ৪৮৯
- ৫৫ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী হিনুমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা ।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাম্বিকা ।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।
— চণ্ডীচিন্তা-য় উদ্ধৃত, পৃ. ৭৯
- ৫৬ অজৈক পাদাহির্বৈধো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ ।
জয়ন্তো বহুরূপচ অ্যাকোপ্যপরাজিতঃ ।
বৈবস্বতচ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইতি স্মৃতঃ ।।
— অঙ্ক্যভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১১
- ৫৭ ইন্দ্রো ধাতাচ পর্যন্যস্তুষ্ঠা পূষার্যমা ভগঃ ।
বিবস্বান্ বিষ্ণুরংশচ বরুণো মিত্র এব চ ।।
— অঙ্ক্যভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১২
- ৫৮ তাবুলং কটুতিক্তমুষ্মধুরং ক্ষারং কষায়ম্বিতং
বাত্তয়ং কুমিনাশনং কফহরং দুর্গন্ধিদোষাপহম্ ।
বজ্রস্যাভরণং সুগন্ধিকরণং কামাগ্নিসন্ধীপনং
তাবুলস্য ত্রয়োদশ গুণাঃ স্বর্গেপি তে দুর্লভাঃ ।।
— অঙ্ক্যভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১৩
- ৫৯ উদ্ঘাত্যকাবলগিতে প্রপঞ্চগ্নিগতং ছলম্ ।।
বাক্কেল্যাধিবলে গন্তমবসান্দিতনালিকে ।
অসংপ্রলাপব্যাহারমৃদ (মার্দ)বাণি চ তানি তু ।।
— সাহিত্যদর্পণ ৬/২৫৫-৫৬
- ৬০ বিলাসঃ পরিসর্পচ বিধুতং তাপনং তথা ।
নর্ম নর্মদ্যুতিচৈব তথা প্রগমনং পুনঃ ।।
বিরোধচ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পর্যুপাসনম্ ।
পুংশং বজ্রমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি ।।
— সাহিত্যদর্পণ ৬/৮৭-৮৮
- ৬১ অঙ্গানি বেদাচত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাচতুর্দশ ।।
— বিষ্ণুপুরাণ ৬/৯৭-৮৮
- ৬২ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ ।।
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।
বৃকোদরায় ধর্মায় চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ ।।
— পুরোহিতদর্পণ, পৃ. ১১৬-১৭

- ৬৩ অমৃতা মানদা পুষা তুষ্টিপুষ্টীরতিবৃদ্ধিঃ ।
শশিনী চক্তিকাক্তিজ্যোৎস্নাঃ শ্রীঃ শ্রীতিরঙ্গদা ।
পূর্ণাপূর্ণামৃতাকামদায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১৬
- ৬৪ গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিদ্রী বিজয়া জয়া ।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিধৃতিস্তথা ।
তুষ্টিঃ কুলাত্মাদেবো চ ষোড়শমাত্রিকা মতাঃ ।।
— অঙ্কাভিধানের টীকায় উদ্ধৃত, ১৬
- ৬৫ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-
হেতুভাসঙ্গল-জাতি- নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ।।
— ন্যায়সূত্র, ১
- ৬৬ অঙ্গানি বেদাচ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাচ্চতুর্দশ ।।
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্ব্বচেতি তে ত্রয়ঃ ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈবেতাঃ ।।
— বিষ্ণু পুরাণ ৩/৬/২৮-২৯
- ৬৭ আদ্যং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে ।
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ।।
ব্রাহ্মং পান্থং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা ।
অথান্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্ ।।
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ।।
বরাহং দ্বাদশং চৈব কল্দং চাত্র ত্রয়োদশম্ ।
চতুর্দশং বামনং চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ।
মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্ ।
— বিষ্ণু পুরাণ ৩/৬/২১-২৪
- ৬৮ মন্বত্রিবিষ্ণু হারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ ।
যমাপস্তুরসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ।।
পরশরব্যাসশংখলিখিতা দক্ষগোতমৌ ।
শাতাতপো বশিষ্ঠচ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ।।
— শব্দকল্পদ্রুম, পৃ. ৪৬৮
- ৬৯ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ । প্রকৃতের্মহান্ ।
মহতোহংকারোহংকারাং পঞ্চতন্যাভোগ্যভয়মিত্রিয়ং তন্যাদ্বেভ্যঃ
স্থলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ ।
— সাংখ্যকারিকা, ৬১
- ৭০ ইন্দ্রো মরুতান্ মঘবা বিড়োজা পাকশাসনঃ ।
বৃক্ষশ্রবা সুনাসীরঃ পুরুতুতঃ পুরন্দরঃ ।।

জিহ্বুলেখর্ষভঃ শত্রুঃ শতমন্যুর্দিবম্পতিঃ ।
 সুত্রামা গোত্রিভিদ্ বজ্রী বাসবো বৃত্রহা বৃষা ॥
 বাস্ত্রোম্পতিঃ সুরপতির্বলারতিঃ শচীপতিঃ ।
 জঙ্ঘভেদী হরিহয়ঃ স্বারান্নমুচিসূদনঃ ॥
 সংক্রন্দনো দুচ্চাবনঃ সুরাষাণোঘবাহনঃ ।
 আখন্ডলঃ সহস্রাক্ষঃ ঋতুক্ষান্তস্য তু প্রিয়াঃ ॥
 —অমরকোষ, স্বর্ণবর্ণ পৃ. ৩৯-৪১

- ৭১ চিত্রবাণশ্চিত্রবর্মা সুবর্মা দুর্বিমোচনঃ ।
 অয়োবাহুর্মহাবাহুশ্চিত্রাঙ্গশ্চিত্রকুণ্ডলঃ ॥
 ভীমবেগো ভীমবলো বলাকী বলবর্জনঃ ।
 উগ্রায়ুধঃ সুশেণচ্ কুণ্ডারো মহোদরঃ ॥
 চিত্রায়ুধো নিষঙ্গী চ পাশী বৃন্দারকস্তথা ।
 দৃঢ়বর্মা দৃঢ়ক্ষেত্রঃ সোমকীর্ত্যনুদরঃ ॥
 দৃঢ়সঙ্কো জরাসন্ধঃ সত্যসঙ্কো সদঃ সুবাক্ ।
 উগ্রশ্রবা উগ্রসেনঃ সেনানীদুর্শ্পরাজয়ঃ ॥
 অপরাঞ্জিতঃ কুণ্ডশায়ী বিশালাক্ষো দুরাধরঃ ॥
 দৃঢ়হস্তঃ সুহস্তচ্ বাতবেগসুবর্চসৌ ॥
 আদিত্যকেতুর্বহ্মাশী নাগদন্তোগ্রযায্যপি ।
 কবচী ক্রথনঃ কুঞ্জী কুণ্ডারো ধনুর্ধরঃ ॥
 উগ্রভীমরথো বীরো বীরবাহুরলোলুপঃ ।
 অভয়ো রৌদ্রকর্মা চ তথা দৃঢ়রথোদ্রয়ঃ ॥
 অনাধ্যাঃ কুণ্ডভেদী বিরাবী দীর্ঘলোচনঃ ।
 প্রমথচ্ প্রমাথী চ দীর্ঘরোমচ্ বীর্যবান্ ॥
 দীর্ঘবাহুর্মহাবাহুবৃহদোরুঃ কনকধ্বজঃ ।
 কুণ্ডাশী বিরজাশ্চৈব... ॥
 —মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৭/১-১৪

- ৭২ সহস্রসংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সামঃ পরশুপ ।
 —মুক্তিকোপনিষৎ, ১১।১২।১৩
- ৭৩ বেদশাখাগ্নিশরাঃ (৫৩০৪) ঔজ্জৈরিশুবাণাগ্নিসায়কাঃ (৫৩৫৫) ॥
 —সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ২৯১

- ৭৪ রাজবশ্যায় ভূতৈ চ রুদ্রাবশ্যমুদীরয়েৎ ।
 অর্কাবশ্য্য কাম্যসিদ্ধিবৈরিহানিচ্ জায়তে ॥
 মন্যাবশ্য্য রিপূর্বশাস্তথা স্ত্রী বশ্যতামিরাৎ ।
 সৌখ্যং পঞ্চদশাবশ্য্য শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥
 কলাবশ্য্য পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ ॥
 —শ্রীশ্রীচজী, পৃ. ৪২০

- ৭৫ শাকস্য কালং ত্রিংশী কৃতঞ্চ
 দ্বিবাণবষক্সিসমব্রিতঞ্চ ।
 রাজা চ মন্ত্রী চ জলাধিপচ্

শস্যাদিঃ স্যানুনিভাজিভেন ।।

—কৃষিসংগ্রহঃ, পৃ. ৫

৭৬ মগণ= হর। যগণ= ইন্দ্রাসন আদি। রগণ= সূর্য, বীণা আদি। সগণ= করতল, কর আদি। তগণ= হীর। জগণ= পয়োধর, ভূপতি আদি। ভগণ=দহন, গিতামহ আদি। নগণ= ভাব, রস, ভামিনী আদি। গগণ = হার, টাটক, নুপুর আদি। লগণ= শর, মেরু, কনক, দণ্ড আদি।

—বৃত্তমৌক্তিক, পৃ. ৬১-৬২

সহায়ক গ্রন্থাবলী

অখিলবন্ধু সাহা: সাংখ্যদর্শন ও ন্যায়দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

অনুং ভট্ট: তরুসংগ্রহঃ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৯০

অমরসিংহ: অমরকোষাভিধানম্, কলিকাতা, ১৮৮৬

অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য: ন্যায়প্রবেশ, কলিকাতা, ১৩৪৮

ঈশ্বরকৃষ্ণ: সাংখ্যকারিকা, স্বামী দিবাকরানন্দ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮২

কালিদাস: মালবিকাগ্নিমিত্রম্, এস. জি. ঘোষ সম্পাদিত, বোম্বে, ১৯৬৮,
: শ্রুতবোধঃ, হের্ষনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬১

কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতিতীর্থ: পুরোহিতদর্পণ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৯

ক্ষেমেন্দ্র: ক্ষেমেন্দ্র লঘুকব্যাসংগ্রহঃ, আর্যেন্দ্রশর্মা সম্পাদিত, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ, ১৯৬১

গঙ্গাদাস: ছন্দোমঞ্জরী, গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৩

গুরুপদ হালদার: ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫০

চন্দ্রশেখর ভট্ট: বৃত্তমৌক্তিকম্, মহামহোপাধ্যায় বিনয় সাগর সম্পাদিত, রাজস্থান, ১৯৬৫

তারানাথ তর্কবাচস্পতি: বাচস্পত্যভিধানম্, কলিকাতা, ১৮৭৩

দামোদর মিশ্র: বাণীভূষণম্, পণ্ডিত শিবদত্ত সম্পাদিত, বোম্বে, ১৮৯৫

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন: বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্তা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাপদ্ধতি, কালিকাতা, ১৩৬৬

পরশর: কৃষিসংগ্রহঃ, শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩২২

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য: ভাষাপরিচ্ছেদঃ, কলিকাতা, ১৩৭৭

পিঙ্গলনাথ: হৃদয়শাস্ত্রম্, পণ্ডিত কেদারনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৬

পুরুষোত্তম: অঙ্কাভিধানম্, শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত, ঢাকা, ১৮৭৫

বিমান ভট্টাচার্য: সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, কলিকাতা, ১৯৭২

বিশ্বনাথ কবিরাজ: সাহিত্যদর্পণঃ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৬

ব্যাস : শ্রীশ্রী চণ্ডী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৩

: মহাভারতম্ (আদিপর্ব), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৩

: বিষ্ণুপুরাণম্, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭২

: শ্রীমদভাগবতমহাপুরাণম্, গোরক্ষপুর, সংবৎ ২০১৮

: নারদীয়পুরাণম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮২

: বামনপুরাণম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮১

: অগ্নিপুরাণম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮০

: ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৭৮

ভট্ট কেদার: বৃত্তরত্নাকরঃ, বারাগসী, ১৯৮০

ভরত: নাট্যশাস্ত্রম্ (গাইকোয়াদ সংস্করণ), ১ম খণ্ড, এম. আর. কবি সম্পাদিত, ১৯৫৬

ভাস: স্বপ্নবাসবদত্তম্, রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১

মনু: মনুসংহিতা, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৯৭

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী: চণ্ডীচিহ্না, কলিকাতা, ১৩৮৮

রাধাকান্ত রায়: শব্দকল্পদ্রুমঃ, কলিকাতা, ১৮৫৮

শঙ্করাচার্য: মোহমুদগরঃ, কলিকাতা, ১৯২২

শ্রীকৃষ্ণ কবি: মন্দারমরন্দচম্পুঃ, পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পন্থসীকার সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯২৪

সদানন্দ যোগীন্দ্র: বেদান্তসারঃ, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮০

সুধীর চন্দ্র সরকার: পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১৩৮৮

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য: পুরোহিতদর্পণ, কলিকাতা, ১৩১১

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০

স্বামী গভীরানন্দ (সম্পাদিত) : উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ১৯৬৪

H.D. Velankar (ed.) Jayadaman, Bombay, ১৯৪১